দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 DEC 1997
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

14

শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্র হত্যা মামলা ঃ শতাধিক ছাত্রের শিক্ষাজীবন হুমকির মুখে ঃ প্রশাসন পরীক্ষা নিয়োগ পদোন্নতিতে দলীয়করণ

কৃষি ভার্সিটির শিক্ষকরা ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য সমাবর্তন বর্জন করবেন

গিয়াস উদ্দিন রিমন ঃ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সোনালী দলভুক্ত শিক্ষকরা আগামী ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করবেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে নানা সমস্যার কারণে ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে অসন্তোষ ও ক্ষোভ বিরাজমান থাকায় শিক্ষকরা সমাবর্তন অনুষ্ঠান বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সোনালী দলের শিক্ষকদের এক সাধারণ সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সোনালী দলের সভাপতি প্রফেসর ডঃ খন্দকার সিরাজুল ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন। সোনালী দল বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে। সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে বিরাজমান অসন্তোষ ও সমস্যার নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চরম ঔদাসিন্য, ব্যর্থতা ও

২-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

কৃষি ভার্সিটি শিক্ষক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অযোগ্যতার প্রতিবাদে শিক্ষকরা আসন্ন সমাবর্তন অনুষ্ঠানসহ এই অনুষ্ঠানের সকল কার্যক্রম থেকে বিরত থাকবে। সভার এই সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলরের কাছে পাঠানো হয়েছে।

শিক্ষকরা সমাবর্তন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে ৮টি বিশেষ কারণ উল্লেখ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষদের ডীনসহ ৫ জন শিক্ষককে ছাত্র হত্যার সাথে জড়িত করে ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই মিথ্যা মামলা থেকে শিক্ষকদেরকে রেহাই দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। বিষয়টির এখনও কোন সমাধান হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর ক্ষমতাসীন হবার পরপরই ছাত্রদের এক বিরাট অংশ ক্যাম্পাস ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। বিশেষ পরিস্থিতিতে কিছু ছাত্র ফিরে গেলেও স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শতাধিক ছাত্র এক বছরেরও বেশি সময় ক্যাম্পাসের বাইরে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। অনেকেই ক্লাসে আসতে না পারা এবং পরীক্ষা দিতে না পারার কারণে তাদের শিক্ষাজীবনের এক বছর নষ্ট হয়েছে, আরো এক বছর নষ্ট হতে চলেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এসব ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান নিশ্চিত করে তাদের শিক্ষাজীবন রক্ষায় দীর্ঘ এক বছরেও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন দলীয়করণের এক নজিরবিহীন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিভিন্ন পদসহ কমিটিসমূহের একটি পদেও দলীয় শিক্ষক ছাড়া নিয়োগ দেয়া হয়নি। চতুর্থ সমাবর্তন উৎসব কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব পদেও দলীয়করণের নজির বর্তমান। এ ব্যাপারে সোনালী দলের শিক্ষকরা বারবার প্রশাসনের দৃষ্টি আর্কষণ করলেও কোন লাভ হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন একাডেমিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট করছে। ছাত্র সংগঠনের নিরীহ ছাত্রদের ক্লাস ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বাধা দূর করতে প্রশাসন একদিকে ব্যর্থ হয়েছে, অন্যদিকে ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীকে অবৈধভাবে নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে পাস করিয়ে দেয়া হয়েছে। শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ছাত্রদের শিক্ষা সফরে যাবার ক্ষেত্রে বেশকিছু ছাত্রকে বাধা দেয়ার ঘটনায় প্রশাসন নীরব থেকে পরোক্ষভাবে মদদ দিয়েছে।

শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রেও যোগ্য প্রার্থীকে বঞ্চিত করা হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম থেকে তৃতীয় স্থান অধিকারীকে বাদ দিয়ে ২৫তম স্থান অধিকারীকে নিয়োগ করা হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের প্রতিটি সিলেকশন কমিটিতে দলীয় শিক্ষকদেরই মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। শিক্ষকদের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার একটিও বর্তমান প্রশাসন পূরণ করেনি। বর্তমান প্রশাসনের সময়ে শিক্ষকরা ভীষণ উপেক্ষিত। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিনষ্টকারী ঘটনাগুলোর একটিরও কোন বিচার করা হয়নি। শিক্ষকদের উপর হামলা ও ছাত্রদের মারপিট করা, ছাত্রীদের অপমান করাসহ বেআইনী কর্মকান্ডের বিচার হয়নি। এসব ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির কোন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। শিক্ষা ও গবেষণা খাতকে অগ্রাধিকার না দিয়ে অনুৎপাদনশীল খাতে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। শিক্ষকদের সোনালী দলের সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর মোঃ বোরহান উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক ঘোষণায় সমাবর্তন বর্জনের এই কারণগুলো উল্লেখ করা হয়।